ভোট ! ভোট ! ভোট !

গণমুক্তি পরিষদের আবেদন

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত)

ই ৩০/১ , নিউ গড়িয়া কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি , কলকাতা ৭০০ ০৯৪

ভোট জালিয়াতির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ডাক

পশ্চিমবঙ্গে আজ নির্বাচন ব্যবস্থা বিপন্ন । গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হয়েছে । মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভোট দেওয়ার অধিকার অপহৃত । আপনার আমার ঘরের ছেলেমেয়েদের কাজে লাগানো হচ্ছে ভোট জালিয়াতিতে । এ এক সর্বনেশে অবস্থা । গ্রাম শহর সর্বত্র মানুষ এক দুর্বিষহ পরিস্থিতির মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে । যাদের অসামাজিক ক্রিয়াকান্ডে পশ্চিমবঙ্গের এই অবস্থা , আজ তাদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সময় এসেছে । প্রকৃত গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে, নির্বাচনকে অবাধ ও জালিয়াতি-মুক্ত করতে, আজ পথে নেমেছে 'গণমুক্তি পরিষদ' -- এক গলা- চেপে ধরা রাজনীতির হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার স্বার্থে । আজ আশার কথা, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি দৃঢ় পদক্ষেপের সাহায্যে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছে । 'গণমুক্তি' পরিষদ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখেছে , সাহায্য করেছে । ভোট জালিয়াতি গণতন্ত্রকে শুধু কলুষিতই করছে না , যারা এই জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত সেই তরুণ সমাজকে সমাজবিরোধী করে পঙ্গু করে দিচ্ছে । এই তরুণ প্রজন্মকে বাঁচাতে হবে , তাই এই বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের কয়েকটি দায়িত্ব পালন করতে হবে :

১. 'আমার ভোট আমি দেবো, যাকে খুশি তাকে দেব'। 'আপনার ভোট আপনি দিন, যাকে খুশি তাকে দিন'। এই গণতান্ত্রিক অধিকারে যে দল বাধা দেবে তাকে বর্জন করুন ।

২. দলীয় জোটের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হতে হবে । কেননা, শাসক দল বলছে তারা দীর্ঘ ২৯ বছরে 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠা করেছে তাই মানুষ তাদের ভোট দিচ্ছে , বিরোধী দল বলছে দীর্ঘ ২৯ বছরে রাজ্যে 'দুঃশাসন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এর বিচার আপনার হাতে ।

৩. পুলিশ ও প্রশাসনকে 'দলদাস' হতে দেবেন না ।

৪. পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র চাই , দলতন্ত্র নয় । তাই যে দলকে বা ব্যক্তিকে ভোট দিলে রাজ্যে প্রকৃত গণতন্ত্র ফিরে আসবে বলে আপনি মনে করেন , তার সঙ্গেই জোট বাঁধতে হবে এবং ভোট দিতে হবে । আপনার মূল্যবান ভোট নষ্ট হতে দেবেন না ।

আবেদক

অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল
সভাপতি

অধ্যাপক ড. রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক

উপদেষ্টামন্ডলী : ড. সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় , ড. রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত , অধ্যাপক অম্লান দত্ত , ড. সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য , ড. অরবিন্দ পোদ্দার , শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, আই এ এস (অবসরপ্রাপ্ত)

কার্যনির্বাহী সদস্য : শ্রী বিভূতিভূষণ নন্দী, আই পি এস (অবসরপ্রাপ্ত), অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় , অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গোস্বামী , শ্রী তাপসপ্রিয় হালদার , শ্রী সত্যভূষণ মাইতি , এনামুল কবীর , শ্রী সন্তোষ সাহাসিকদার, আয়েষা খাতুন , অনুরাধা মুখোপাধ্যায় ।